ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট নং-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৫ পালন উপলক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ২৬ কার্তিক ।। ১১ নভেম্বর ২০২৫
সময় : বেলা ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, ৮ম তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

সভায় উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট "ক"**

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথিতযশা ও খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্বিচারে হত্যা করে জাতিকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা করা হয়েছিলো। তাঁদের আত্মত্যাগের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালনের উদ্দেশ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৪ সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শোনানো হয়।

অতঃপর আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্র.	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী
১.	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৭.০৫ টা মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত)	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৪, ডিএনসিসি।
২.	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৭.০৫ টা মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত)	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৪, ডিএনসিসি।
৩.	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৭.২২ টা মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার নেতৃত্বে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গ) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৪, ডিএনসিসি।

	(মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত)	
৪.	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত, পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ও রং করার কাজ নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিবছরই দিবসের আগের দিন স্মৃতিসৌধের রং এর কাজ ও অন্যান্য সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, ফলে ঐদিন রং উঠতে শুরু করে। এমনটি যেন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৫.	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এলাকার (ক) প্রবেশ মুখ ও তদসংলগ্ন রাস্তা-ঘাট ফুটপাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ; (খ) সড়ক বাতি স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ; এছাড়াও (গ) উক্ত এলাকার রোড মিডিয়ানের সৌন্দর্যবর্ধণের কাজ যথাসময়ের পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ঘ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল
৬.	(ক) মিরপুর মাজার রোড থেকে স্মৃতিসৌধে প্রবেশ পথের দু'পাশের স্তম্ভে এবং পার্শ্ববর্তী স্থাপনার দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার/লিফলেট/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও রং করার কাজ যথাসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) মাজার রোডসহ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের সকল প্রবেশ পথ/সড়ক ও আশেপাশের এলাকা যথাযথভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা গ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
৭.	পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানটি শীতকালে ও খুব ভোরে হওয়ায় ঐ সময় বেদীতে অনেক কুয়াশা পড়ে। স্থাপনাটি পুরাতন এবং সংস্কার না হওয়ায় বেদীর সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল হয়ে যায়। এতে করে দুর্ঘটনার আশংকা থাকে। দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে বেদীর সিঁড়িগুলো শুকনো রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৮.	মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এলাকায় অবস্থিত পুকুর এবং ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ এর সমাধি সংস্কারসহ অন্যান্য শহিদ বুদ্ধিজীবীদের সমাধিতে নামফলক স্থাপন ও সমাধিস্থল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
৯.	মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের ভিআইপি প্রক্ষালন কক্ষটি প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
১০.	আগত সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।	ক) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	সংশ্লিষ্ট এলাকার রাস্তায় যাতে ধুলাবালি না উড়ে সেজন্য সড়কে পানি ছিটানোর অগ্রিম ব্যবস্থা করতে হবে। তবে রাস্তায় পানি	ক) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

	ছিটানোর কারণে যেন কাঁদা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।	
১২.	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের ০২ (দুই) দিন পূর্ব থেকে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এলাকায় মশার কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।	ক) প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
১৩.	(ক) শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মাননীয় প্রশাসক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একটি পুষ্পস্তবক ও ব্যানার তৈরি করে রাখতে হবে। (খ) অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রবেশের জন্য এসবি পাশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	ক) প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা খ) নিরাপত্তা কর্মকর্তা
১৪.	মাননীয় প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সকল বিভাগীয় প্রধান, সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রশাসক মহোদয়ের একান্ত সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এসবি পাশ সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা খ) নিরাপত্তা কর্মকর্তা
১৫.	শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ চত্বরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিকেল টিম কাজ করবে।	ক) প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
১৬.	অনুষ্ঠানস্থলে লাউড স্পীকার/শব্দযন্ত্র ব্যবহার না করা এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ধারাভাষ্য মঞ্চ ব্যতীত নিকটবর্তী স্থানে মাইক/লাউড স্পীকার ব্যবহার না করা বা বন্ধ রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা গ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
১৭.	অনুষ্ঠানস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।	ক) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৪
১৮.	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করণের জন্য জেনারেটর স্থাপনের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত জেনারেটর এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

(খ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্র.	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী
১.	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৮.৩০ টা রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার নেতৃত্বে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত)	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
২.	(ক) রায়ের বাজার বধ্যভূমি প্রবেশ মুখ ও তদসংলগ্ন এলাকার রাস্তা-ঘাট ও ফুটপাত সংস্কার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ; (খ) সড়ক বাতি স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ;	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা

	(গ) এছাড়াও উক্ত এলাকার রোড মিডিয়ানের সৌন্দর্যবর্ধণের কাজ যথাসময়ের পূর্বে সম্পন্ন করতে হবে।	
৩.	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের ০২ (দুই) দিন পূর্ব থেকে রায়ের বাজার বধ্যভূমি ও তদসংলগ্ন এলাকায় মশার কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।	ক) প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
৪.	যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আগত ব্যক্তি/সংগঠনকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদানে সহায়তা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	ক) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫ খ) নিরাপত্তা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
৫.	শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করণের জন্য জেনারেটর স্থাপনের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত জেনারেটর এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।	ক) প্রধান প্রকৌশলী খ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৬.	অনুষ্ঠানস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।	ক) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-০৫

সভাপতি শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/১১/২৫

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.২৩.১৭৩.১২-৩০৮৮

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
২৬ নভেম্বর ২০২৫

বিতরণ: (পদমর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ...ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০২. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৩. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
০৫. সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী.....ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৭. জনাব.....।
০৮. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৯. অফিস কপি।